যুগান্তর

তারিখ 3 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪

বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার মর্যাদা

বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়াছে সিয়েরা লিওন। ঐ দেশে প্রচলিত অন্যান্য অফিসিয়াল ভাষার মতো এখন হইতে বাংলাও যথারীতি ব্যবহৃত হইবে। বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার এই দুর্লভ সম্মান প্রতিটি বাঙালির নিকটই শ্লাঘার বিষয়। ইউনিসেফ কর্তৃক অমর একুশেকে 'মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক বলয়ে বাংলা ভাষার ইহা নবতর অর্জন। আমাদের মাতৃভাষা তথা রাষ্ট্রভাষার এই গৌরবজনক স্বীকৃতি লাভে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি। স্মরণীয় এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে ১২ ডিসেম্বর। ওইদিন সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ আহমেদ তেজান কাব্বাহ 'মাইল নাইনটি ওয়ান মার্গবুরাকা' নামে পুনর্নির্মিত একটি সড়ক উদ্বোধনকালে এই স্বীকৃতি প্রদান করেন। ঐ দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমটি ১৯৫৮ সালে নির্মিত হয়। ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি ছিল সিয়েরা লিওনের ব্যবসায়ী ও হীরক খনির মালিকদের মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু সংস্কারের অভাবে সেই দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঐ সড়কটি চলাচলের প্রায় অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছিল মারাত্মক। মাইল নাইনটি ওয়ানের অধিবাসীদের মাগবুরাকা যাইতে প্রায় তিনগুণ সময় লাগিত। সংসারের পর ঐ সড়কে যাতায়াতকারীদের এখন ১৯০ কিলোমিটারের বদলে মাত্র ৫৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিতে হবে। এই দুঃসাধ্য দায়িত্বটি পালন করিয়াছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কৃতী ইঞ্জিনিয়ারগণ। 'আমরা জানি জাতিসংঘ সহায়তা কার্যক্রমে (ইউনিমাসিল) নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানরা নানা কৃতিত্বপূর্ণ সার্ভিসের মাধ্যমে সুদূর সেনেগালে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তাহাদের সাহস, সেবাপরায়ণতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সেনেগালের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় জয়ে সক্ষম হয়। অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে বাংলাদেশের সৈনিকদের দেখিলেই সেনেগালী শিশুরা বাংলা ভাষায় তাহাদেরকে অভিনন্দন জানাইত। সড়কটির উদ্বোধনকালে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি, ইউনিমাসিক ফোর্স কমান্ডার এবং বাংলাদেশ সেক্টর কমান্ডারসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির সাগ্রহ উপস্থিতি ঐ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব যে বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ মহতী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বাংলা ভাষাকে এই মর্যাদা দান যুগপৎ বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করিবে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরূপে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ইতিমধ্যেই ব্যাপক সুনামের অধিকারী। সেবা, ত্রাণ ও পুনর্গঠন তৎপরতায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সমগ্র বিশ্বেই তাহারা আজ নন্দিত। সেনেগালের সড়ক পুনর্নির্মাণও তাহাদেরই কৃতিত্বের স্বাক্ষর। স্বদেশ হইতে বহুদূরে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে কর্তব্য পালন করিয়া তাহারা নিজেদের ভূমিকাকেই কেবল উজ্জ্বল করেন নাই, আপন ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও সহায়ক হইয়াছেন। সিয়েরা লিওনের পুনর্গঠনে বাংলাদেশ সেনাদলের ভূমিকার ঊচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি। এই প্রশংসা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবে। মুখের ভাষা আমাদের বুকের ধন। ইহা লইয়া আমাদের কত না গর্ব, কতই না অহঙ্কার। কিন্তু এই ভাষার চর্চা ও পরিচর্যায় আমাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মর্মান্তিক অভাবের বিষয়টি গোপন না করাই শ্রেয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বাংলার অবস্থান এখনও যেন বিভ্রান্তিকর। আমরা প্রত্যহ ভুল বাংলা বলি, ভুল বাংলাই লিখি। অশুদ্ধ বানানে লেখা বই এবং সাইনবোর্ড দেখিতে দেখিতে আমাদের চোখ পচিয়া যাইবার উপক্রম। এমতাবস্থায় বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষা নূতনতর মর্যাদায় অভিষিক্ত হইয়া নিজের মহিমান্বিত রূপটি যেন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। আমরা মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান হইব, ইহাই হউক বর্তমানের অঙ্গীকার।